ইসলামিক জেহাদ ও শ্রেনী সংগ্রামের মধ্যে পার্থক্য।

বাংলাদেশের অতিবাম রাজনীতির নব্য থিংক ট্যাঙ্ক জনাব ফরহাদ মাজহার কর্তৃক ইসলামিক জেহাদ ও শ্রেনী সংগ্রামকে অভিন্ন হিসাবে উপস্থাপনের প্রতিবাদে মুক্তমনায় প্রকাশিত জনাব আনোয়ার হোসেনের লেখাটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আনোয়ার সাহেব সংগত কারনেই মাজহার সাহেবের লেখার প্রতিবাদ করেছেন। তবে আনোয়ার সাহেবও যৌবনে অতিবাম রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। অতিবাম রাজনীতি যে একটি ভুল পথ, আশা করি তিনি তা এখন উপলব্দি করতে পেরেছেন। আনোয়ার সাহেব ও তার বড় ভাই কর্নেল তাহের সহ অন্যান্য অতিবাম রাজনীতিবিদরা নভেম্বার ১৯৭৫ সালের সিপাহী বিপ্লবের নামে হটকারী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকলে এবং জেনারেল জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত না করলে বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্নখাতে প্রবাহিত হোতে পারতো।

অতিবাম কার্যক্রম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সহায়ক। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি তার সাক্ষ্য বহন করে। তাছাড়া রাজনৈতিক পন্ডিতদের অভিমত এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যও যার পরিপূরক। যথাযথ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সামাজিক উৎপাদনের সাথে সম্পর্কীত শ্রেনী সমূহের সম্পৃক্ততায় উৎপাদন সম্পর্ক উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতঃ প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের নাম বিপ্লব। প্রচলিত এই পথ ছাড়া বিপ্লবের দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। পথটি বন্ধুর, দীর্ঘ এবং আকাবাকা। ক্ষমতায় যাওয়ার উগ্র বাসনা নয়, বিপ্লব সংগঠনের জন্য দরকার আদর্শনিষ্ঠা, সততা ও কমিটমেন্ট। সমাজ পরিবর্তনে অঙ্গীকারকারী সত্যিকার বামপন্থিরা বর্ণিত এই পথেই চলেন। কিন্তু ধর্য্যচুত্য এবং ভঙ্গুর আদর্শের বুনিয়াদ সম্বলিত ব্যক্তিরা সিপাহী বিপ্লব বা ইসলামিক জেহাদ অথবা অন্য কোন নামে সমাজ পরিবর্তনের শর্টকাট পথের সন্ধান করেন। শর্টকাট পথের সন্ধানকারীরা অতিবাম এবং তাদের কার্যক্রম প্রতি-বিপ্লব হিসাবে পারচিতি লাভ করে।

চলমান সভ্যতার বিভিন্ন কালে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার সাধারণ মানুষ তার ব্যক্তি ইচ্ছা পুরনের তাগিদ সফল করতে ব্যর্থ হয় বিধায় জাগতিক ভাবে সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন বাহ্যিক শক্তি, বিশেষত উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যক্তিমানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করে। উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনে সাধারণ মানুষ যত দূরত্বে অবস্থান করে, ব্যক্তিমানুষের নিরাপত্তাহীনতা বোধ ততো বৃদ্ধি পায়, ফলে অধিজাগতিক শক্তির কল্পনা এবং তার উপর বিশ্বাস ততো বৃদ্ধি পায়। তাই ব্যক্তিমানুষ যত গরীব হয়, তার ধর্মীয় বিশ্বাস ততো গভীর হয়। শাসকশ্রেনী জনসাধারণের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক-সাংগঠনিক ধর্মের মাধ্যমে নিজেদের শোষণশাসন চিরায়ত করার চেষ্টা করে। তাই যতোদিন জাগতিক কারণগুলো, অর্থ্যাৎ যতোদিন মানব সমাজের আর্থিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী কাঠামো বিদ্যমান থাকবে, ততোদিন জোর করে ধর্মকে বিলুপ্ত করা যাবে না। এটা হলো বিজ্ঞান সম্মত অভিমত।

প্রাচীন কালে সাধারণ মানুষ প্রকৃতি ও শক্তিমানদের দয়ার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল ছিল। ফলে সে প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতো। ইহজাগতিক নিরাপত্তাহীনতায় জর্জরিত সপ্তম শতাব্দির আরবের সাধারণ মানুষ ইসলামের পতাকা তলে সংগঠিত হয়ে আইয়মে জাহেলিয়ত যুগের অবসান ঘটিয়ে সভ্যতার নূতন যুগে প্রবেশ করে। সংঘঠিত উক্ত সংগ্রাম বা জেহাদকে সমাজ পরিবর্তন তত্ত্বে অজ্ঞ তদকালীন মানুষ

ইসলাম ধর্মের নামে অধিজাগতিক শক্তির কার্যকলাপ হিসাবে চিহ্নিত করে। ইসলাম পরবর্তী আরবে নূতন এক শোষক শ্রেনীর অবির্ভাব ঘটে। ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান না ঘটায় ব্যক্তিমানুষের জাগতিক নিরাপত্তাহীনতা বোধ নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কালের প্রবাহে বিভিন্ন গোষ্ঠির স্বার্থে ইসলামের বিভিন্ন ব্যাখ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে। ওহাবীবাদ হলো ইসলামের এরকম আর একটি মতবাদ, যা কোরাণের আক্ষরিক ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং ওহাবীবাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণকারীরা শত্রু বা কাফের হিসাবে বিবেচিত হয়। বিংশ শতাব্দির প্রারাম্ভে ইবনে সাউদ নামের বৃটিশ তাবেদার আরব এক গোষ্ঠি প্রধান, তার উচ্চ আকাঙ্খা চরিতার্থ এবং নিজ শাসন বজায় রাখার লক্ষ্যে ওহাবীবাদের সাথে রাজনীতি যুক্ত করেন। বৃটিশ সহায়তায় ইবনে সাউদের রাজনীতি ও শাসন বলয় বৃদ্ধির সাথে সাথে তার পৃষ্ঠপোষকতায় ওহাবীবাদের বিকাশ লাভ ঘটে। তাই ওহাবীবাদ হলো রাজনৈতিক ইসলাম। ভিন্ন মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা রাজনৈতিক ইসলামের পবিত্র দায়ীত্ব। ওহাবীদের বর্ণিত এই কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাম বর্তমান কালের ইসলামিক জেহাদ। বর্ণিত জেহাদের মাধ্যমে সমাজকে তারা সপ্তম শতাব্দিতে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক, অর্থ্যাৎ রাজনৈতিক ইসলামের জেহাদ বা সংগ্রামের দিক পশ্চাতমূখী।

মুসলিম প্রধান বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে সংশ্লিষ্ট দেশের জাতিয় ও প্রগতিশীল আন্দোলনকে বাধাগ্রস্থ করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক ইসলামের প্রসার ঘটায় এবং স্নায়ুযুদ্ধ কালীন সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ইসলামকে ব্যবহার করে। পশ্চাতমূখীতার কারনেই ইসলামিক জেহাদের প্রবক্তা, সাউদী বাদশাহ কর্তৃক লালিত-পালিত আল-কায়দা ও তার নেতা ওসমা-বিন-লাদেন, মার্কিন প্রশাসনের ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে আফগানিস্তানের প্রগতিশীল সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হন। বর্ণিত জেহাদে অংশ গ্রহনের জন্য প্রচলিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত পাকিস্তানের দারিদ্রক্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সন্তানদেরকে বিনা পয়সায় মাদ্রাসায় ওহাবী ইসলাম শিক্ষা দান আরম্ভ হয়। আলোচ্য কার্যক্রম জোড়দার করার লক্ষ্যে সাউদী অর্থানুকুল্যে আরো অধিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। ফলে মাদ্রাসায় পড়ুয়া তালেবানেরা (ছাত্ররা) ইসলামিক জেহাদের সৈনিকে পরিণত হয়। মার্কিন প্রমাসনের তাবেদার মধ্যপ্রাচ্যের শেখ ও বাদশাহ শাসিত রাজ্য সমূহের অর্থানকুল্যে বাংলাদেশে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ব্যবসায় পরিণত হয়। বিগত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুন বৃদ্ধির বিপরীতে মাদ্রাসা দশগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মধ্যপ্রাচ্যের তাবেদার শেখ ও বাদশাহদের অর্থানুকুল্যে বাংলাদেশে মৌলবাদের প্রসার ঘটে।

মার্কিন প্রশাসন ও সউদী রাজতন্ত্রের সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে লাদেন ও তার আল-কায়দা সংগঠন উভয়ের শত্রুতে পরিণত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে রাজনৈতিক ইসলামের প্রয়োজনীয়তার পরিসমাপ্তি ও অর্থ প্রবাহের পথ বন্ধ হওয়ায় এবং তেল ব্যবসার স্বার্থে মার্কিনীদের সউদী আরবের আভ্যন্তরীণ বিষয় হস্তক্ষেপ ও রাজতন্ত্রের পক্ষাবলম্বনে আল-কায়দা মার্কিনীদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয়।

সামাজিক জীব মানুষকে বাচার তাগিদে উৎপাদনের সাথে জড়িত হোতে হয়। উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই শ্রেনী নিহিত, যা বিতরনের এবং ভোগের অথবা ভাবাদর্শগত পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কহীন। ভাবাদর্শ বা ধর্ম যেহেতু উৎপাদনের সাথে সম্পর্কীত নয়, তাই শ্রেনীর সাথে তার সম্পর্ক থাকে না। তাই ব্যক্তিমানুষের মধ্যে ধর্ম সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিমানুষ সমাজে ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অসহায়। উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমশক্তি-বিক্রি, শোষণ, শ্রমিক ও নিয়োগকারীর মধ্যকার প্রভৃতি দ্বন্দ্ব শ্রেনী সচেতনতার অংশ। উৎপাদন

প্রক্রিয়ার সাথে বিভিন্ন লেভেলভুক্ত শ্রেনী জড়িত। বিভিন্ন লেভেলভুক্ত শ্রেনীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের পরিণতি হলো শ্রেনী দ্বন্দ্ব, যা রাজনৈতিক দলের অধীনে সংগঠিত হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে জড়িত হয়। উৎপাদনের সাথে যুক্ত কোন কোন শ্রেনী সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক ভূমিকা গ্রহন করে, বাকিরা স্থিতি অবস্থা বজায় রাখতে চায়। পরিবর্তন বিমুখকারী শ্রেনী বা প্রতি-বিপ্লবী এবং উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনের সমর্থক শ্রেনীর মধ্যকার বিরোধের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সংগ্রামের নাম শ্রেনী-সংগ্রাম।

শ্রেনী-সংগ্রাম হলো সমাজিক উৎপাদনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের বর্হিপ্রকাশ। অন্যদিকে ইসলামিক জেহাদ হলো সমাজে বিদ্যমান ভাবাদর্শের আদি রূপে প্রত্যাবর্তনের সংগ্রাম। পানি ও তেল উভয়ই তরল পদার্থ, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির বৈশিষ্টের কারণে একে অন্যের সাথে মিশ্রিত হয় না। অনুরূপ ভাবে ইসলামিক জেহাদ ও শ্রেনী-সংগ্রাম উভয়ই সংগ্রাম, তবে চরিত্রগত গুণাগুণের ভিন্নতার কারণে তারা একই স্বভাবের নয়। তারা বিপরীত-মূখী শক্তি। ইসলামিক জেহাদীরা উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনে আগ্রহী নয়, তাই তারা উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তন বিমুখকারী বা প্রতি-বিপ্লবীদের সহায়ক শক্তি। অন্যদিকে শ্রেনী সংগ্রাম হলো সমাজ ও সভ্যতাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চালিকা শক্তি।

সেতারা হাশেম   ০৪/০১/০৫